প্রথম আলো

তারিখ ... 27 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫

নেটিজেন

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট

মোহাম্মদ গোলাম নবী ●

বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চসংখ্যক সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জেলাভিত্তিক রোল নম্বরের তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠানোর পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dpe.gov.bd) প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি নতুন ধারা। গত সংসদ নির্বাচনের আগে আমরা দেখেছি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতির উদ্দেশে দেওয়া তাঁর সর্বশেষ ভাষণে বিস্তারিত জানতে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট দেখতে বলেছিলেন। সন্দেহ নেই ই-সরকার বা ইলেকট্রনিক শাসন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠায় এই ধারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আমরা যখন দেশকে তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ একটি আধুনিক দেশ হিসেবে দেখতে চাই, তখন ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের ব্যবহার যখনই কোনো সরকারি দপ্তর করবে তাকে সাধুবাদ জানাতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট যথেষ্ট সমৃদ্ধ একটি সাইট। এখানে দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নসূচক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে দরকারি অনেক তথ্য দেওয়া আছে। ওয়েবসাইটের বাঁ দিকের প্যানেলে 'মেইন মেনু' বা মূল তালিকার অধীনে ১৫টি বোতাম আছে। এর মধ্যে আবার আটটি বোতামের অধীনে অনেকগুলো পৃথক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্য, পরিসংখ্যান, বাজেট, বই বিতরণ-সংক্রান্ত তথ্য, প্রশিক্ষণ-সম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষক কল্যাণ-সংক্রান্ত তথ্য, সেরা শিক্ষক, বিদ্যালয়ের তালিকা ইত্যাদি। অধিদপ্তর ভবিষ্যতে কী করতে চায় সে সম্পর্কে ফিউচার প্ল্যান শীর্ষক বোতাম চেপে জানা যাবে।

প্রথম পাতার ডান দিকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নির্ধারণ শিরোনামের অধীনে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল, পিটিআই, ডিভি, ডিপিইওদের ই-মেইল ঠিকানা, অধিদপ্তরের নাগরিক সনদ, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন, শিক্ষা-সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা টু, অনুদান ও কনসালটেন্ট নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। এর ঠিক নিচেই রয়েছে ডাউনলোড করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা-সংক্রান্ত কয়েকটি নথি। যার মধ্যে আছে বিদ্যালয় নিবন্ধন করার নিয়ম, বিদ্যালয়ের সময়কাল, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠন-সংক্রান্ত তথ্য। এমনকি শিক্ষক বদলি-সংক্রান্ত নীতিমালাও এখানে দেওয়া আছে। এ সবই প্রমাণ করে অধিদপ্তর তাদের কাজের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা তৈরিতে এক ধরনের প্রয়াস রেখেছে। এ ওয়েবসাইট থেকে জনগণ জানতে পারবে অধিদপ্তর কী করছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে জনগণের পাওয়ার অধিকার সম্পর্কেও ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। নাগরিক অধিকার সনদ থেকে এ ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে। নাগরিক অধিকার সনদ বাংলায় দেওয়া থাকলেও এই ওয়েবসাইটের বেশির ভাগ নথি ইংরেজিতে। এটি এই ওয়েবসাইটের একটি বড় দুর্বলতা। যদিও সরকারি সার্কুলারগুলোর বেশির ভাগই বাংলায় দেওয়া আছে। সাইট ঘুরে বোঝা যায়, যে নথিগুলো বাংলা ভাষায় তৈরি হয়েছে, সেগুলো ওই ভাষাতেই ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে যে নথিগুলো ইংরেজিতে তৈরি হয়েছে সেগুলো ওই ভাষাতেই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আশা করতে পারি, অনুবাদের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের বাংলা ও ইংরেজি দুটি পৃথক সংস্করণ প্রকাশে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হবে। কারণ, বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য যেমন বাংলা ভাষায় সব তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বাংলাদেশ কী করছে সে সম্পর্কে বিশ্বের অন্যদেরও জানানো দরকার। সবশেষে যে কথাটি বলতেই হবে, তা হলো ওয়েবসাইটি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়।

gnabi1969@yahoo.com